মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। এছাড়া সাংবাদিক, অভিনেত্রী ও বিএনপির বেশ কয়েকজন কর্মীকেও একই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে

প্রযুক্তি আইনে দায়ের হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে দুই দিনের রিমান্ড হেফাজতে নেয় ধানমন্ডি থানা পুলিশ। এছাড়াও চট্টগ্রাম, গাজিপুর সহ কয়েক জেলায় তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামে দুই ছাত্রনেতা সহ নয়জনের নামে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করে।

এর আগে গত সোমবার ছয় আগষ্ট নিরাপদ সড়কের আন্দোলনের মধ্যে রাজধানীর আফতাব নগর এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পুলিশের উপর হামলা ও ভাঙচুরের দুই মামলায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট এবং ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ ছাত্রকে আটক করে বাড্ডা এবং ভাটারা থানা। গ্রেপ্তারকৃতদের স্বজনরা জানায়, তারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনের সাথে যুক্ত। তাদের গ্রেপ্তার করে এখন রাজনৈতিক কর্মী বানানো হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গতকাল পর্যন্ত রাজধানীর

স্বীকৃতি পেলো ড: অরিজিৎ দাসের শিক্ষাদান পদ্ধতি

আগরতলা

৮ আগষ্ট ঃ দীর্ঘ টানা ৮ মাসের পর্যবেক্ষণের পর অবশেষে ভারত সরকার স্বীকৃতি দিল ড. অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত রসায়নের ১৯টি সহজ শিক্ষাদান পদ্ধতি সহ ৩৯টি সূত্র। গত ৭ আগষ্ট ভারত সরকারের কপিরাইট দপ্তর আগরতলা বাধারঘাটস্থিত রামঠাকুর কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান তথা সহকারী অধ্যাপক ড: অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত এই শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সূত্রগুলিকে মান্যতা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ড: দাসের আবিষ্কৃত সহজ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সূত্রগুলি ৪টি মহাদেশ যথাক্রমে এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সূত্রগুলি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, আফ্রিকান কেমিক্যাল সোসাইটি, ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক সিটি কলেজ, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এবং ওপেন সায়েন্স রিসার্চ সোসাইটি আমেরিকায় সুচিবদ্ধ সহ মান্যতা পেয়েছিল। তাছাড়া ড: দাস ডিসেম্বর ২০১৩ সাল থেকে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির একমাত্র আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ত্রিপুরা থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজে সহযোগিতার জন্য ড: দাস রামঠাকুর কলেজের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ড: দাসের এই সাফল্যে আই আই টি খড়গপুরের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড: পি কে চট্টরাজ, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড: সমর কুমার দাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড: জি এন মুখার্জি, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: এইচ কে শর্মা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: আর কে নাথ ও রেজিস্ট্রার শানিত দেবরায় ড: দাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঋষ্যমুখের এডিসি স্কুলগুলি চলেছে খুঁ

সংবাদ প্রতিনিধি

ঋষ্যমুখ, ৮ আগষ্ট ঃ ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় উপজাতি অধ্যুষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং শিক্ষক সমস্যায় জর্জরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় উপজাতি অধ্যুষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন চলছে নাম কা ওয়াস্তে। উপজাতি অধ্যুষিত ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় মোট কুড়িটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বেশিরভাগ বিদ্যালয় চলছে দুইজন শিক্ষক দিয়ে। আবার কোন কোন বিদ্যালয় দুইজন সর্বশিক্ষার শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে গরহাজিরা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রতনপুর এডিসি শিক্ষা পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ ছিল। যদিও এর মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত ছনখলাবাড়ি এক শিক্ষককে এ নিয়ে শোকজ করা হয়। শিক্ষককে শোকজ করায় শিক্ষকদের টনক নড়ে। এদিকে, রতনপুর এডিসি বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ে আছে কর্মী সংকট। সার্কেল ইন্সপেক্টর আছেন মাত্র একজন। আইএস থাকলেও একার পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও স্কুল তদারকি করা সম্ভব হয় না। যদিও এরই ফাঁকে বিদ্যালয় পরিদর্শক বিভিন্ন স্কুলে হানা দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য